প্রথম আলো

14 NOV 2012
তারিখ .....
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৪...

সাংসদদের কোটা না রেখে স্কুলে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ

তিন ধরনের কোটা বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সমালোচনার মুখে সারা দেশে বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সাংসদদের জন্য কোটা রাখার প্রস্তাব বাদ দিয়ে ভর্তির নীতিমালা ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গতকাল মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব কথা জানান। মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত ওই সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, 'সবকিছু বিবেচনা করে আমরা মনে করি, সংসদ-সদস্যদের জন্য আলাদা কোটা রাখা ঠিক হবে না। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মতামত নেওয়া হয়েছে। তিনিও মনে করেন, সাংসদদের জন্য কোটা রাখা ঠিক নয়।'

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০১২ সালের বেসরকারি মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moedu.gov.bd) দেওয়া হয়েছে। এতে প্রবাসীদের সন্তান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান কোটার প্রস্তাব বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে আগের মতো সারা দেশে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা সন্তান না পাওয়া গেলে নাতি-নাতনির জন্য ৫ শতাংশ, প্রতিবন্ধীদের ২ শতাংশে এবং শুধু ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ২ শতাংশ কোটা রাখা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

সাংসদদের কোটা না রেখে স্কুলে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের কোটা রাখার সমালোচনা করেছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অনেকেই। তাঁরা বলেছেন, যেহেতু সাংসদ, প্রবাসীদের সন্তান এবং মাউশি ও বোর্ডের কোটা রাখা হয়নি, সেহেতু মন্ত্রণালয়ের কোটাও বাদ দেওয়া উচিত ছিল।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের কোটার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন রেওয়াজ আছে। রেওয়াজ অনুযায়ী এটা করা হয়েছে। তবে এটা শুধুই সন্তানদের জন্য। আরেকজনকে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সন্তানদের (যদি থাকে) ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ থাকবে। তবে পোষ্য, আত্মীয়স্বজন বা পরিচালনা কমিটির জন্য আলাদা কোটা থাকবে না। আগের মতো অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ভাই, বোন বা যমজ ভাই-বোন শূন্য আসন থাকা সাপেক্ষে ভর্তিতে অগ্রাধিকার পাবে।

ভর্তিতে সাংসদসহ চার ধরনের নতুন কোটা রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খসড়া নীতিমালার বিষয়ে গত সোমবার সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দিনই এ ধরনের কোটা চালু না করতে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তা ছাড়া, এ নিয়ে আদালতে একটি রিট আবেদন করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ফুলত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাংসদসহ নতুন করে কোটা না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তিতে সাংসদদের জন্য কোটা রাখার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল।

নতুন নীতিমালায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার নম্বর ধরা হয়েছে ৫০। এর মধ্যে বাংলা ১৫, ইংরেজি ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বর। আগে এই নম্বর ছিল ১০০। চতুর্থ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের। নবম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করা হবে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে। আর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে আগের মতোই লটারির মাধ্যমে। প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে শিক্ষার্থীর বয়স শিক্ষাবর্ষের ১ জানুয়ারির মধ্যে পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে হতে হবে।

নীতিমালায় ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ঢাকা মহানগর এলাকার আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০০ টাকা এবং সম্পূর্ণ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ভর্তি ফরমের মূল্য ধরা হয়েছে আগের মতো ১০০ টাকা। সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সাকুল্যে গতবারের মতোই রাখা হয়েছে।

ভর্তির কার্যক্রম ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য ঢাকা মহানগরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে সাত সদস্যের, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে চার সদস্যের এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে দুই সদস্যের তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি থাকবে।

নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা শিক্ষাবিষয়ক স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করার কথা নীতিমালায় বলা হয়েছে।

গতকালের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এ এস মাহমুদ প্রমুখ।

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া সাংসদ কোটা বাদ দেওয়ায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সাংসদ কোটা চালু না করার দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের ফটকের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।